দৈনিক ইনকিলাব

সোনালী আসর

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ

সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী

তোমরা সকলেই তো কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছ, গান শুনেছ, গল্প পড়েছ, কিন্তু তিনি কত বছর সাহিত্য চর্চা করেছেন, কতগুলো বই লিখেছেন, কয়টি সিনেমা কাহিনী লিখেছেন এসব কথা জানো কী? আজ আমি তোমাদের সে সব কথাই বলবো। সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের টুকিটাকি খবরও জানিয়ে দেবো, কেমন।

১৮৯৯ঃ ২৪ মে, বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন।

১৯০৮ঃ পিতা মারা গেলেন।

১৯০৯ঃ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারী পাস করলেন। তারপর মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, মসজিদের ইমামতি, মোল্লাগিরি, আর লেটোদলের সভ্য হলেন।

১৯১১ঃ মাথরুণ স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।

১৯১২ঃ স্কুলে মন বসলো না। আসানসোলের চা-রুটির দোকানে চাকরি নিলেন।

১৯১৩ঃ কাজী রফিউল্লার সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর গেলেন।

১৯১৪ঃ ময়মনসিংহ জেলার কাজীরসিমলা গ্রামে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।

১৯১৫-১৭ঃ সিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করলেন। এ সময় সাহিত্যিক শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৯১৭-১৯ঃ সৈনিক জীবন। ব্যাটলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার পদে উন্নীত। সাহিত্য চর্চা শুরু। সওগাত পত্রিকায় 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় মুক্তি কবিতা প্রকাশ। এটাই তাঁর প্রথম কবিতা।

১৯২০ঃ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এলেন কলকাতায়। উঠলেন মুজফফর আহমেদের কাছে। এবার সাহিত্যিক জীবন শুরু হলো তাঁর। কলকাতার বিভিন্ন কাগজে রচনা ছাপা হতে লাগলো। এবছরই তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন।

১৯২১ঃ দৌলতপুরের কন্যা নার্গিসের সঙ্গে বিয়ের দিন স্থির হয়। এ বছরই কলকাতায় ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। শান্তিনিকেতনে ভ্রমণ করলেন। এ বছরই তিনি বিদ্রোহী কবিতা রচনা করেন।

১৯২২ঃ মার্চে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'ব্যথার দান' প্রকাশ। অক্টোবর মাসে অগ্নিবীণা ও যুগবাণী প্রকাশ। যুগবাণী তখন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। নভেম্বর মাসে নজরুল কুলিয়াতে গ্রেপ্তার হলেন। তারপর কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে।

১৯২৩ঃ মে মাসে নজরুল অনশন শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতি নাটকটি নজরুলের নামে উৎসর্গ। ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পেলেন। রাজবন্দীর জবানবন্দী, দোলন চাঁপা গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯২৪ঃ এপ্রিলে হুগলী জেলায় প্রমিলার সঙ্গে বিবাহ। আগষ্ট মাসে 'বিষের বাঁশী' ভাঙ্গার গান প্রকাশ। গ্রন্থ দু'টি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকাল মৃত্যু।

১৯২৫ঃ লাঙ্গল নামক পত্রিকা প্রকাশ। প্রধান পরিচালকের পদ গ্রহণ করলেন। বিত্তের বেদন গল্প সংকলন প্রকাশ। এছাড়াও পূর্বের হাওয়া ছায়ানট ও চিত্তনামা প্রকাশ।

১৯২৬ঃ রবীন্দ্রনাথকে চল চঞ্চল বাণীর দুলাল, ধ্বংস পথের যাত্রীদল এবং শিকল পরা ছল গানগুলো শোনান। জুলাই মাসে চট্টোগ্রাম, অক্টোবরে সিলেট, যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন শুরু। দারিদ্র্য কবিতা রচনা। চিত্তনামা (কবিতা-গান) প্রকাশ।

১৯২৭ঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা সফর। ফনিমনসা, সিন্ধু হিন্দোল প্রকাশ।

১৯২৮ঃ মে মাসে মাতা জাহেদা খাতুনের ইন্তেকাল। সঞ্চিতা গ্রন্থ প্রকাশ। রংপুর ও রাজশাহী সফর। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ।

১৯২৯ঃ কলকাতায় এলবার্ট হলে নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন। চক্রবাক, সন্ধ্যা গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩০ঃ মৃত্যু ক্ষুদা, প্রলয় শিখা ও ঝিলিমিলি গ্রন্থ প্রকাশ। বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ঃ কুহেলিকা উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ। সিনেমা ও মঞ্চ জগতে যোগাযোগ।

১৯৩২ঃ সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতি।

১৯৩৩ঃ নারদের ভূমিকায় অভিনয়। দার্জিলিং ভ্রমণ।

১৯৩৪ঃ গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান কলগীতিতে বসলেন।

১৯৩৫ঃ ফরিদপুর মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনের কনফারেন্সে সভাপতি।

১৯৩৮ঃ ছায়াছবি বিদ্যাপতির কাহিনী রচনা। এ বছর প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন।

১৯৩৯ঃ ছায়াছবি 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ঃ কলকাতা বেতারে সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচার।

১৯৪১ঃ বনগাঁ সাহিত্য সভায় চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব। দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

১৯৪২ঃ ১০ জুলাই কবি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন হলো। পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশ' টাকা সাহায্য দান।

১৯৪৫ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দান।

১৯৫২ঃ জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাচী মানসিক হাসপাতালে ভর্তি।

১৯৫৩ঃ মে মাসে কবি ও কবি পত্নীকে সুচিকিৎসার জন্য লণ্ডন পাঠানো হলো। সেখানে মানসিক চিকিৎসার মতভেদের কারণে তাঁদের ভিয়েনাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামক মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে ঘোষণা হলো। ডিসেম্বরে কলকাতায় ফিরে আসা।

১৯৫৮-৫৯ঃ শেষ সওগাত (কবিতা-গান) গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬০ঃ ভারত সরকার নজরুলকে পদ্মভূষণ উপাধী দান। ধূমকেতু (প্রবন্ধ) গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬২ঃ ৩০ জুন, প্রমীলার পরলোকে গমন।

১৯৬৬-৬৭ঃ রাঙা জবা, সুরবাহার গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬৮ঃ সঙ্গীতাঞ্জলী প্রকাশ।

১৯৬৯ঃ নবরাগ (স্বরলিপি) প্রকাশ।

১৯৭২ঃ মুজিব সরকার আমলে কলকাতা থেকে কবিকে ঢাকায় আনা হয়।

১৯৭৬ঃ ২২ আগষ্ট ঢাকায় কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বই লিখেছেন ৬২ খানা। গান দিয়েছেন প্রায় পাঁচ হাজার। কবিতা আটশ'র উপর। প্রবন্ধ একশ'টি। গল্প আঠারটি। নাটক ২৫টি। আর উপন্যাস তিনটি। এগুলো রচনা করেছেন মাত্র ২৩ বছর সাহিত্য জীবনে।

গ্রন্থনা ঃ মোসতাফা আরব সতেজ